গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. নাহিদ রশীদ, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময়	:	২৭ ডিসেম্বর ২০২৩, বেলা ১১.৩০ টা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করা হয় এবং এসকল প্রতিশ্রুতির সাথে সরকারের পূর্বের মেয়াদ এবং বর্তমান মেয়াদেও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ইশতেহারেরও সম্পর্ক রয়েছে বিধায় প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব জনাব এ.টি.এম. মোস্তফা কামাল, গত ২৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ০৬ (ছয়) টি প্রতিশ্রুতি নিম্নরূপ:

ক্র. নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহ	ঘোষণার সময়কাল	বাস্তবায়ন সময়কাল	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	সিরাজগঞ্জে সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা।	০৯-০৪-২০১১	জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	
২.	মৎস্য চাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা।	০৯-০৪-২০১১	জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	
৩.	জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ (জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প)।	২১-০৭-২০১০	জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	রাজস্বখাত হতে বর্তমানে কার্যক্রম চলমান রয়েছে
৪.	গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁস-মুরগীর হ্যাচারি স্থাপন।	০৩-০৫-২০১০	অক্টোবর,২০১১ হতে জুন,২০১৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	
৫.	চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ।	২৭-০৪-২০১০	১৬/০৯/২০১৫ তারিখ হতে অদ্যাবধি	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	চলমান রয়েছে
৬.	জাটকা ধরা বন্ধ রাখলে ১০ কেজির বদলে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদান।	৩০-০৭-২০০৯	২০১২-১৩ অর্থবছরে হতে অদ্যাবধি	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	চলমান রয়েছে

এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন সময়ে নিম্নরুপ নির্দেশনাসমূহ প্রদান করেন। যার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা হয়েছে:

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সকলকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	প্রশাসন-১ অধিশাখার উপসচিব সভায় জানান যে, এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার অংশগ্রহণে সুবিধাজনক সময়ে একটি কর্মশালা প্রশাসন-৩ অধিশাখা হতে আয়োজন করা যেতে পারে।	সকল দপ্তর/ সংস্থার অংশগ্রহণে একটি কর্মশালার দ্রুত আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প কর্মকর্তা এবং দপ্তর/সংস্থা
২.	হাওর এলাকায় অধিক পরিমাণে মৎস্য চাষ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পের যাচাই সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পূনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। খ) হাওর অঞ্চলে মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে জলমহাল নীতিমালা, ২০০৯ অনুসারে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।	ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি পূনর্গঠন করে জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খ) হাওর অঞ্চলে মৎস্য চাষের বিষয়টি ভূমি মন্ত্রণালয়-এর সাথে সমন্বয় অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ পরিকল্পনা)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৩.	এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রপ্তানি করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর প্রায় ৫০টিরও অধিক দেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে সৌদি আরব উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের ৩৪টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে Wild Catch মৎস্য পণ্য রপ্তানির জন্য Saudi Food and Drug Authority (SFDA) কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩০টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে মৎস্য পণ্য রপ্তানি করছে। • বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত মৎস্যজাত পণ্যের প্রায় ৭০% ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্টস। পাঙ্গাস, তেলাপিয়া ও অন্যান্য মাছ কাটামুক্ত করে বিভিন্ন ফিশ প্রসেসিং প্লান্টে ফিশ ফিলেট তৈরি করে রপ্তানি করা হচ্ছে এবং স্থানীয় বাজারে সরবরাহ করছে। ফিশ ফিলেট ও অন্যান্য ভ্যালু এ্যাডেড ফিশ প্রোডাক্ট রপ্তানি অধিকতর বৃদ্ধির জন্য রপ্তানিকারকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানাসমূহকে ফিশ প্রসেসিং এর মাধ্যমে ফিশ ফিলেট ও অন্যান্য ভ্যালু এ্যাডেড প্রোডাক্ট তৈরি করে রপ্তানি করার পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। • চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নভেম্বর, ২০২৩ মাস পর্যন্ত সৌদি আরবসহ অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহে মোট ১,০০০.৯১ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। তন্মধ্যে সৌদি আরবে ৩১৮.১৩ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে।	ক) কাঁটাযুক্ত মাছ ফিস প্রসেসিং-এর মাধ্যমে কাঁটামুক্ত করে সৌদি আরবসহ অন্যান্য দেশসমূহে রপ্তানির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। খ) সৌদি আরবসহ মুসলিম অন্যান্য দেশসমূহ মাংস রপ্তানি কার্যক্রম চলমান রাখা এবং মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশী গরুর মাংসের চাহিদা যাচাই করে বেশি করে রপ্তানি কার্যক্রম গ্রহণ। গ) সৌদি আরবে মাংস রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/প্রাস/ পরিকল্পনা)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর